॥ সত্য ও শিক্ষার জন্য লিখিত ॥

স্কুলজ্ঞান শিবির কবিতা

আশ্চর্য্য সতীত্বর কাহিনী

লেখক :—যামিন আলি খাঁ।

সাং—সিংবেড়িয়া, পোঃ—পঞ্চগ্রাম থানা—ডায়মণ্ডহারবার জেলা - ২৪ পরগণা। (জোড়া পোষ্ট কার্ড পাঠাইলে উত্তর দেওয়া হয়)

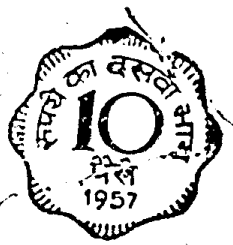

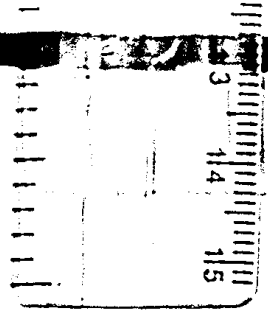

কবিতারম্ভ

শুনেন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন. অতি সুন্দর সায়েরী এক শুনেন দিয়া মন। সায়েরী বলার আগে ২ ভাই সবে পকেটটা সাবধান, স্থির হয়ে রাস্তা ছেড়ে সকলে দাঁড়ান। জেলা নদীয়াতে ২ আছে তাতে রাঙাসিয়া গ্রাম. বাস করিত তথায় জানি ছুবান আলি নাম। ছিল ধনবান ২ মান্যবান এককালে ভাই, কপাল দোষে সব গেল এখন কিছু নাই। তার এক মেয়ে ২ হয়নি বিয়ে ফুলজান খাতুন নাম রূপেতে ছিল যে কন্যা পরীর সমান। অতি রূপবতী ২ সুশ্রী অতি রূপে ঝলমল রূপ দেখিলে সাধুজনও হয় যে পাগল। কন্যা ফুলজান ২ সরল প্রাণ লেখাপড়া করে, খোদা'র প্রতি ভক্তি আর নামাজ কলেমা পড়ে। বয়স ১৬ জানি ২ অতি জ্ঞানি স্কুলেতে যায়, যৌবনের রূপ তার ফুটিয়াছে গায়। সেই স্কুলেতে ২ একসাথে আর একজন পড়ে সবে কিন্তু নাম তার রফিক মিয়া বলে। ছিল অতি সুন্দর ২ মনোহর রূপের বাহার চেহারাটি ছিল তার অতি চমৎকার। যায় স্কুলেতে ২ একসাথে ছাড়াছাড়ি নাই, মনে মনে দুজনাতে প্রেম হইল তাই। ফুলজান মনে করে ২ রফিকের যদি স্বামী পাই, জীবন আমার স্বার্থক হবে খোদাকে জানাই আবার রফিক মিয়া ২ কয় ডাকিয়া খোদাতাল্লার কাছে, ফুলজানকে না পাইলে জীবন আমার মিছে। তাই দুই জনারই মনে মনে ভাব দেখি হয় তখন মনের কথা পথে যেতে খুলিয়া যে কয়। এখন ছুবান ভায়া ২ দুঃখ ছাড়া আর কিছু নাই আর অভাবেতে বাড়ী বন্ধক রাখিতে হইল তাই।

কাছে তৈয়র আলী ২ শুন বলি ছিল ধনবান, ২০০ টাকা দিয়া বন্ধক নিল বাড়ীখানা দুবান কষ্ট করে ২ জোগাড় সরে দুমুট খাবার খাওয়া চালাইতে কষ্ট হলো তার। ফুলজান ইহা দেখে ২ মনের দুঃখে দিল স্কুল ছেড়ে, রাত্রি কালে একা একা বাড়ী বসে পড়ে। এদিকে রফিক মিয়া না দেখিয়া ফুলজানকে স্কুলে পিরিতের আগুনে সে যে মনে মনে জ্বলে। রফিক মনে করে ২ ফুলজানের পাওয়া আমার চাই, মনে মনে এক বুদ্ধি স্থির করিল তাই। নিল কলম খাতা ২ মনের কথা লিখে পত্র ভরে পত্র খানা নিয়ে তখন চলে রাস্তা ধার। গেল ফুলের বাড়ী ২ লক্ষ করি চারিদিকে চায়; তারপর চুপে চুপে ফুলের ঘরে যায়। ঘরে ঢুকে গিয়ে দেখে চেয়ে কেহ নাই ঘরে, কতগুলি বই পড়ে টেবিলের উপরে তখন রফিক মিয়া ২ চিঠি নিয়া বালিশের তলে, সাবধানে রেখে পত্র বাড়ী গেল চলে! যখন রাত্রি হইল ২ ফুলজান গেল ঘুমাইবার ঘরে. তারপর বিছানা পত্র ঠিক ঠাক করে। হঠাৎ বালিশ নেড়ে ২ হাতে পড়ে সেই পত্র খানা বারে বারে পাঠ করে আশা মিটেনা। তখন উত্তর দিতে ২ নেয় হাতে কাগজ কলম. প্রেম সাগরে ডুবে কিন্তু রইল তার মন। কন্যা লিখে তখন ২ প্রাণধন কাল সন্ধ্যাকালে আমার সাথে দেখা করো ঐ লিচুতলে। তখন বলব খুলে ২ তুলে মূলে আমার মনের কথা, তোমার লাগি প্রেমের জ্বালায় মনে বহু ব্যথা। পরদিন সকাল বেলায় ২ ফুলজান যায় রফিকের বাড়ি, পত্রখানা বুকের মাঝে নিল যত্ন করি। বাড়ী সামনে গিয়ে ২ দেখে চেয়ে সিঁদিরজার মাঝে, রফিকের ছোটবোন খেলা করিতেছে। নাম তার হামিদা ২ অতি সাদা বয়স

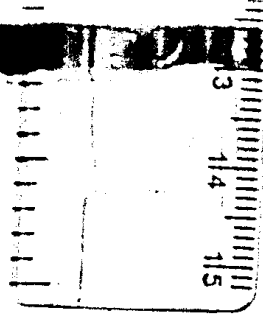

আট নয়, ফুলজান গিয়ে তখন তারে মিষ্ট সুরে কয়। ওরে হামিদা ২ তোর দাদা বাড়ী আছে নাকি? সত্যি করে বল মোরে দিস না কিন্তু ফাঁকি। সরল হামিদা ২ বলে দাদা বাড়ীতেই আছে পড়ার ঘরে বসে একা কিবা পড়িতেছে। তখন পত্র খুলে ২ ফুলজান বলে এই চিঠিখানা চুপে চুপে তোমার দাদাকে দিয়ে এসোনা। হামিদা পত্র নিয়া ২ যায় ছুটিয়া দাদার ঘরের দিকে, পত্র দিয়া ফুলজান বিবি পালায় সেই ফাঁকে। হামিদা পত্র নিয়া ২ দেয় গিয়া রফিকের হাতে, পত্র খুলে রফিক মিয়া লাগিল পড়িতে পত্রপাঠ করিল ২ বুঝে নিল সকল সমাচার চিঠি পড়ে উন্মাদ সম মন হইল তার। ছেড়ে লেখাপড়া ২ প্রেমে হারা খাওয়া দাওয়া নাই, কখন শুধু সন্ধ্যা হবে মনে ভাবে তাই। সন্ধ্যা হইল যখন ২ ছুটে তখন লিচুতলার দিকে গিয়ে সেথায় চারিদিকে খুঁজে ফুলজানকে। এদিকে বিবি ফুলজান ২ চঞ্চল প্রাণ সন্ধ্যা হয়ে গেল. চিটির কথা চিন্তা করে উন্মাদ হইল। সেরে কাজকর্ম্ম ২ নামাজ ধর্ম্ম চুপে চুপে যায়, একা একা পৌছে গিয়ে সেই লিচুতলায়। তথায় গিয়ে দেখে ২ মনের দুঃখে রফিক একা বসে, ফুলজান গিয়ে বসে তখন তার অতি পাশে। দুজনে আলাপ কার ২ বলে তুলে মনের যত কথা, কাম ভাবেতে রফিকের উন্মাদ হল মাথা। রফিক ফুলজানকে ২ যায় ধরিতে খারাপ ভাব নিয়া, ফুলজান বিবি মান রেখে যায় পলাইয়া গিয়ে একটু দূরে ২ নম্রস্বরে বলে প্রাণপতি, চঞ্চল হইওনা শান্ত কর মতি। আমার ধর্ম আছে ২ কেন মিছে নষ্ট করিতে চাও, শাদী করে তোমার আশা আনন্দ মিটাও।

রফিক তখন কয় ২ মিথ্যা নয় এই সন্ধ্যাকালে, শাদী মোদের হবে চল এই লিচুতলে। খোদার স্বাক্ষী করে ২ তোমারে করব শাদী আমি ধর্মপত্নী আজ হইতে হবে জেন তুমি। ফুলজান রাজি হল ২ পাঠ করিল কলেমা খতম, দুইজনের শাদী হইল জানে দুইজন। আর খোদা জানে ২ দুইজনে হইল বন্ধন কবি বলে এমন ধর্মি দেখি না কখন। শাদী হয়ে গেল ২ আমোদ হল মনের সুখে দুইজনা যায় তখন যার যার বাড়ীর দিকে। কিছুদিন গেল ২ তখন এলো বুড়ো তৈয়ব আলি, টাকা নিতে আসে তখন ছুবান আলির বাড়ী। বাড়ী ঢুকতে গিয়ে ২ দেখে চেয়ে হাতে বাসন নিয়া, পুকুরেতে ফুলজান বিবি যাখতেছে চলিয়া। দেখ রূপের জ্যোতি ২ ছিন্নমতি ভাবিল তখন ছোট্ট ফুলজান এত সুন্দর হইয়াছে এখন। মনে এই ভাবনা ২ মনখানা হইল চঞ্চল রূপে ভুলে বিয়ের তরে হইল পাগল। বয়স ৫০ হবে ২ রূপের লোভে পাগল হইল মন, প রূপের দিকে বুড়োর মন চলিল তখন। যায় ভিতর বাড়ী ২ ছুবান আলি ছুটিয়া আসিল, এসে তখন বসতে তাকে অনুরোধ করিল। বসায় মাদুরেতে ২ তামাক খেতে দিল ছুবান আলি, তৈয়ব বলে মিয়া সাহেব একটা কথা বলি। বাড়ীর বন্ধক মেয়াদ ২ হয়েছে বাদ সময় আর নাই, সুদসহ টাকা আমার এ সপ্তাহে চাই নইলে বাড়ী ছেড়ে ২ যান চলে দখল নেব আমি. ছুবান বলে তা হইলে কোথায় যাব আমি। আপনি দয়া করে ২ আমাদের আর কিছুদিন। এই বাড়ীতে থাকার সময় বিশ্বাস করে দিন। তৈয়ব তখন বলে ২ তা হইলে একটা পথ আছে, টাকার জন্য শুধু ভাবনা কেন মিছে। আপনার

মেয়েটিকে মরা ছেলে আমারি সাথে, সাদী দিয়ে দেন
মা অনেকের সাথে। এবে টাকা কড়ি ২ ঘর বাড়ী
কেড়ে নিয়ে নিব, খোদার দোয়াতে মোরা সুখেতে
থাকিব। ছুবান শুনে কষ্ট ২ পাইল ব্যথা বলে মিয়া
সাব। একি কথা বলেন, আপনি হই যে আমি বাপ।
আপনি আমার চেয়ে ২ বড় হয়ে একি কথা শুনি, লোকের
সামনে কেমন করে মুখ দেখাব আমি। তৈয়ব কথা শুনে
২ রাগ মনে বলে তবে শুন, আজ হইতে সাতদিন মনে
থাকে যেন। হয় বাড়ী ছাড়বে টাকা দিবে নইলে
কোর্টে যাবো কেশ করে বাড়ী দখল আমি কিন্তু নেব।
এই কথা বলে ২ বিদায় নিলে দুষ্ট তৈয়ব আলী, কবি
বলে পাপে লিপ্ত হইয়াছে ঘোর কলি। ছুবান কথা শুনে
২ ভাবে মনে এখন কিযে করি, স্ত্রী কন্যা নিয়ে এখ
কোথায় গিয়ে মরি। মনে ভাবনা অতি ২ নাহি গতি
চিন্তায় ভরা মন, স্ত্রীর কাছে গিয়ে সব বলিল তখন
পত্নী কথা শুনে ২ ভয়ে মনে বলে একি কথা, মাথার উপ
বজ্রপাত খোদা তুমি কোথা। তুমি রক্ষা করো ২ নইলে
মার গেল মান সম্মান কবি বলে পকেট কিন্তু রাখিবে
সাবধান। এমনি গত হইল ২ সাতদিন গেল আবে
তৈয়ব মিয়া ছুবান আলির কাছে তখন জিজ্ঞাসা কবে
গিয়া। মত কি হইল ২ খুলে বলো জানতে আমি চাই
দেরী করার সময় আর আমার কিন্তু নাই। হয় টাকা
দাও ২ নইলে যাও বাড়ী ঘর ছেড়ে, তা না হলে শাদি
দাও তোমার মেয়েটিরে। ছুবান মিয়া ২ অসহায় হই
তখন, বলে মল্লা ডেকে করেন আপনি বিয়ের আয়োজন
কুলজান শুনল যখন ২ বলে তখন ওগো আব্বাজ

খোদার কাছে নামাজ করে দয়া ভিক্ষা চান। কোন চিন্তা নাই ২ ভাবনা নাই খোদা রাখবে মান, বিপদেতে তিনি মোদের রাখিবে সম্মান। এদিকে তৈয়ব আলি ২ খুশী ভারি শাদীর যোগাড় করে, মল্লা ডাকিয়া শাদী সমাধান করে। বিয়ে হয়ে গেল ২ ফুলজান চলল তৈয়ব মিয়ার বাড়ী, রফিকেরে বলে গেল আমি যে তোমারি। যদি সতী হই ২ কারো নই রাখবে খোদা মান, খোদা কিন্তু ভালো করতে সদা মোদের চান। এই কথা বলে ২ গেল চলে বিবি ফুলজান; রফিক বিনে উন্মাদ সম হইল যে পরাণ। গিয়ে সেই বাড়ী ২ ভক্তি করি নামাজ পড়িল আল্লার কাছে হাত পেতে দোয়া ভিক্ষা চাইলো। রাত্রি হইল যখন ২ তৈয়ব তখন শয়ন ঘরে যায় ফুলজানকে জড়াইয়া ধরিবারে চায়। ফুলজান লম্ফ মেরে ২ যায় দূরে বলে একি করো, মেয়ের সমান হই যে আমি একটু চিন্তা করো। বলি ধর্মের বাপ ২ করো মাপ ধরি তোমার পায়, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলি হাত দিওনা মোর গায়। এমনি বিনয় করে তারপরে খোদাতালার কাছে, হাত পাতিয়া চোখ বুজিয়া দোয়া চাহিতেছে। তৈয়ব কামে হারা ২ ছুটে ত্বরা ফুলজানকে ধরিতে খোদা তখন অবশ দিল তার পায় হাতে। পাপী তৈয়ব মিয়া ২ পাথর হইয়া রইল দাঁড়াইয়া, ফুলজান বিবি ঘর হইতে চলিল ছুটিয়া। গেল রফিকের বাড়ী ২ রাত্রি করি একা একা দৌড়ে দুই মাইল দূরে। পরদিন সকাল হলো ২ ছুটে এল বাড়ীর লোক-জন; তৈয়ব আলীর ঘরে ঢুকে জানিতে কারণ। ঘরে প্রবেশ করে ২ দেখতে পায় সেই তৈয়ব

মিয়া. ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া। ও
ধাক্কা মারে ২ জিজ্ঞাস করে সেই লোকজন, মিয়া সা
দাঁড়াইয়া আছেন কি কারণ। তৈয়ব বলে তখন ২
এখন ডাক্তার ডেকে আন হাত পা অবশ আমার হই
কেন? এলো ডাক্তার বাবু ২ বলে কভু এমন দেখি
ঔষধ পত্র ইনজাকসন বহু দিল ভাই। তারপর গুনিন
২ ভারি মজা এল কয়জন, ঝাড়াপাড়া দিল তারা
অনেকক্ষণ। ভালো নাহি হয় ২ তেমনি রয় অবশ
এই কথাটি ফুলজানের কাছে পৌছে গিয়া। তখন ফু
বিবি ২ বুঝে সবি আবার খোদার কাছে, হাত প
নামাজ করে দোয়া চাহিতেছে। বলে ওহে খোদা ২
সাজা হয়ে গেছে তাই. তোমার কাছে আব র আ
ভিক্ষা চাই। ওকে ক্ষমা কর ২ ভাল কর বুঝতে পারে
এমনি করার সাথে ২ অদ্ভুত মতো ভাল হয়ে গেল,
হয়ে তৈয়ব মিয়া ছুটিয়া আসিল। যায় রফিকের
তাড়াতাড়ি ফুলজানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে বলে
করেছি মিছে। তুমি সতী নারী ২ পয়ে ধরি বলি
মা, আজ হতে পাপ পথে কভু চলিব না। এই নাও
নামা ২ আর চাইনা পাওনা টাকা কড়ি, এই বলে
মিয়া চলে গেল বাড়ী। তখন রফিক মিয়া ২ ফুল
নিয়ে সুখে ঘর করে, কবি বলে পাপ করিলে এমনি
মরে। এখন বহুজনে খুশী মনে আমার নকল করে,
দিতে পারি আমি যদি ধরা পড়ে। কবিতা ইতি

— সমাপ্ত —